অদম্য দিলীপ বাগচী

রথীন পালচৌধুরী

বারবার বলেছিলেন, ''তোদের কাগজের সাহস আছে, অন্ততপক্ষে লেখ, ফ্যাসিস্ত সি পি এমের রাজত্বে কীভাবে আমাকে অপদস্থ করে প্রধান শিক্ষকের চাকরিটা খেল। ডি আই অফিস সমস্ত পাওনা গন্ডা আটকে রেখেছে। জমানো প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা পর্যন্ত দেয় নি। তিল তিল করে মরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।''

নদিয়া জেলায় মানবাধিকার আন্দোলনের অতন্দ্র প্রহরী ও স্তম্ভ দিলীপ বাগচী (৭৩) বড্ড তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। নিজেই বলতেন, শরীরটা রোগের একটা মিউজিয়াম হয়েছে। অথর্ব হয়ে আধপেটা খেয়ে বেঁচে আছি। কেউ খোঁজ নেয় না।

আর এক স্তম্ভ আমজনতার নাদুদা (শোভেন চ্যাটার্জী) অনেক আগেই চলে গিয়েছেন।

দিলীপদার কথা মতন লেখাটা শুরু করেও, আরো কিছু তথ্য জানার জন্যে যোগাযোগ করলে দূরাভাষ মারফৎ ওঁর মেয়ের কাছ থেকে দুঃসংবাদটা জানলাম। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হচ্ছে। তিনি নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান ছিলেন। সারা বাংলায় ছড়িয়ে থাকা গুণমুগ্ধদের নিজেই সংবাদটা জানাতেন। কাটা কাটা ভাষায়, কখনো ছন্দ মেশানো কাব্যিক ঢঙে কথাবার্তা বলতে অভ্যস্ত ছিলেন। সহজ সরল অনাবিল জীবনের এই কিংবদন্তী ইংরিজি শিক্ষক অভিমান নিয়ে ১১ জানুয়ারী, ২০০৭, বৃহস্পতিবার, চলে গেলেন। দরদী কণ্ঠে গাইতেন গণসঙ্গীত। লুঙি পরেই আদালত থেকে সাহিত্যসভায় হাজির হতেন। রাজনৈতিক বিরোধিতার পাশাপাশি দিলীপদার তীক্ষ্ণ ধারালো শ্লেষাত্মক কথাবার্তায় কাত হয়েই নদিয়া জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দু-দশক আগে প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে তাঁকে তাড়ানোর জন্য আদাজল খেয়ে লাগে। তাঁর কথাবার্তা থেকেই জানা যায়, একজন প্রধান শিক্ষক হয়ে স্কুলের সমস্ত ফাইলপত্র বগলে বয়ে ডি আই-এর কাছে নিয়ে যেতে অস্বীকার করাতেই বিরোধের সূত্রপাত। পরবর্তীতে সি পি এম নেতৃত্বাধীন স্কুল পরিচালন কমিটি কার্যত গায়ের জোরেই ছাত্র ও অভিভাবকদের বাধার তোয়াক্কা না করে তেহট্ট হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল থেকে তাঁকে বার করে দেয়। অশক্ত শরীরেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছাত্র পড়িয়েই বাঁচতে হয়েছে তাঁকে।

যৌবনে নিজের মতো করেই পৃথিবীর হিসেব নিতে চেয়েছিলেন।

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

সেদিন, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তরাইয়ের কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে গড়ে ওঠা ছাত্র আন্দোলনের নেতা দিলীপ বাগচী গান লিখে গলা ফাটিয়ে মাঠে ময়দানে গেয়ে বেরিয়েছিলেন। নকশালবাড়ী কৃষক আন্দোলনে সাংস্কৃতিক কর্মীদের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল - সেকথা দিলীপ বাগচী, পরেশ ধররা বোঝাতে চেয়েছিলেন। তরাইয়ের মাটির দিকে কান পাতলে, তাঁর বিখ্যাত সেই গান এখনো প্রতিধ্বনিত হয় - ও নকশাল, নকশাল, নকশালবাড়ীর মা / ও মা তর বুগোৎ অক্ত ঝরে ...। তিনি উত্তরবঙ্গের লোকজসুর ভাওয়াইয়াকে সম্বল করে অনেক গান রচনা করেন। এগুলি রেকর্ডেড না থাকলেও একমাত্র সোদপুরের 'নিশান্তিকা' তরাইয়ের গান নামে একটি ক্যাসেট প্রকাশ করেছে।

চারু মজুমদার, সৌরীন বোস, কানু সান্যালদের সঙ্গে বহুবার জেলে কাটিয়ে রীতিমতো তুলকালাম বিতর্ক করেছেন। এটা তাঁর কথা ও লেখায় বার বার ধরা পড়ে। তবুও গর্বিত স্পর্ধায় ফুসফুসের সমস্ত বায়ু নিঃশেষ করে স্লোগান দিতে তাঁর রোমাঞ্চ লাগত 'নকশালবাড়ী লাল সেলাম'। তাঁর স্মৃতিভাষ্যে পাওয়া যায় 'একের পর এক নিঃস্বার্থ জীবনদান হৃদয়কে রক্তাক্ত করে', তাদের চিন্তাকে সমর্থন না করলেও তাদের সততাকে শ্রদ্ধা করতেন। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নির্বাচন পর্বে নদিয়ার এক জনসভায় কটাক্ষ করে বলেছিলেন, ''নকশালবাড়ীতে একজনও নকশাল নেই।'' সে সময় দিলীপ বাগচীর সরস প্রত্যুত্তর ছিল, ''বুদ্ধ ভুলে গিয়েছে সি পি এমে একজনও কমিউনিস্ট নেই।''

(লেখক দৈনিক স্টেটসম্যান-এর সাংবাদিক)

[প্রতিবাদী চেতনা (মার্চ; ২০০৭)-এর সৌজন্যে]

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।